



## 10903 - ভাল মৃত্যুর উপায়

### প্রশ্ন

ভালো মৃত্যুর কোন আলামত আছে কি?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ভাল মৃত্যু মান- মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহর ক্রোধ উদ্‌রেককারী গুনাহ হতে বরিত থাকতে পারা, পাপ হতে তওবা করতে পারা, নকীর কাজ ও ভাল কাজ বেশে বিশেষিকরার তাওফিক পাওয়া এবং এ অবস্থায় মৃত্যু হওয়া। এই মরমে আনাস বনি মালকি (রাঃ) হতে সহহি হাদিসে এসছে তনি বলনে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন- “আল্লাহ যদি কোন বান্দার কল্যাণ চান তখন তাকে (ভাল) কাজে লাগান।” সাহাবায়ে কেরাম বলনে: কভিবে আল্লাহ বান্দাকে (ভাল) কাজে লাগান? তনি বলনে: “মৃত্যুর পূর্বে তাকে ভাল কাজ করার তাওফিক দনে।” [মুসনাদে আহমাদ (১১৬২৫), তরিমযি (২১৪২), আলবানি ‘সলিসলি সহহি’ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহহি সাব্যস্ত করছেন (১৩৩৪)।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: “আল্লাহ তাআলা যদি কোন বান্দার কল্যাণ চান তখন সে বান্দাকে ‘আসাল’ করনে। সাহাবায়ে কেরাম বলনে: আসাল কি? তনি বলনে, আল্লাহ তাআলা বান্দাকে বিশেষে একটভাল কাজ করার তাওফিক দনে এবং এই আমলরে উপর তার মৃত্যু ঘটান। [সহহি আহমাদ (১৭৩৩০), আলবানি সলিসলি সহহি গ্রন্থে হাদিসটিকে সহহি ঘোষণা করছেন (১১১৪)।

ভাল মৃত্যুর বেশে কিছু আলামত আছে। এর মধ্যে কোন কোন আলামত শুধু মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তি নিজি বুঝতে পারে এবং কোন কোন আলামত অন্যান্য মানুষও জানতে পারে।

### দুই:

মৃত্যুকালে বান্দার নকিট তার ভাল মৃত্যুর যে আলামত প্রকাশ পায় সেটো হচ্ছে- বান্দাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ লাভরে সুসংবাদ দয়ো হয়। এই মরমে আল্লাহ তাআলা বলছেন- “নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর তাতই অবচিল থাকে, তাদরে কাছে ফরেশেতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তামরা ভয় পেও না, চিন্তিতি হইও না এবং তামরা প্রতশ্রিত জান্নাতরে সুসংবাদ গ্রহণ কর।” [সূরা ফুসসলিত, আয়াত: ৩০] মৃত্যুকালে মুমনি বান্দাদেরকে এই সুসংবাদ দয়ো



হয়। দখুন: তাকসরিরে সাদী, পৃষ্ঠা- ১২৫৬।

এই মরমে সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমিরে এসছে- যা আয়শো (রাঃ) হতে বরণতি হয়ছে যে, তিনি বলনে: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাতকে ভালবাসে আল্লাহও তার সাক্ষাতকে ভালবাসনে। যে ব্যক্তিরি কাছতে আল্লাহর সাক্ষাত প্রয়ি, আল্লাহর নকিটও তার সাক্ষাত প্রয়ি। আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! আপনিকি মৃত্যুর কথা বুঝতে চাচ্ছেনে? আমরা তো সবাই মৃত্যুকে অপছন্দ করি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: না, সটো না। মুমনি বান্দাকে যখন আল্লাহর রহমত, তাঁর সন্তুষ্টি, তাঁর জান্নাতেরে সুসংবাদ দয়ো হয় তখন তিনি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করাকে ভালবাসনে। আর কাফরে বান্দাকে যখন আল্লাহর শাস্তি, তাঁর অসন্তুষ্টির সংবাদ দয়ো হয় তখন সে আল্লাহর সাক্ষাতকে অপছন্দ করে এবং আল্লাহও তার সাক্ষাতকে অপছন্দ করেনে।”

ইমাম নববী (রহঃ) বলনে: “হাদসিরে অর্থ হছে- যখন মানুষেরে মৃত্যুর গড়গড়া শুরু হয়ে যায়, যে অবস্থায় আর তওবা কবুল হয় না, সে অবস্থার পছন্দ-অপছন্দকে এখনে উদ্দেশ্য করা হয়ছে। মুমূরষু ব্যক্তিরি কাছতে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে পড়ে, তার পরণিতি কী হতে যাচ্ছে সটো তার সামনে পরিক্ষিকার হয়ে যায়।

ভাল মৃত্যুর আলামত অনকে। আলমেগণ কুরআন-হাদসি খুঁজে এই আলামতগুলো বেরে করার চেষ্টা করছেন। এই আলামতগুলোর মধ্যে রয়েছে-

১. মৃত্যুর সময় ‘কালমো’ পাঠ করতে পারা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তিরি সর্বশেষে কথা হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ তিনি জান্নাতে প্রবশে করবেন।” [সুনানে আবু দাউদ, ৩১১৬], সহহি আবু দাউদ গ্রন্থে (২৬৭৩) আলবানি এই হাদসিকে সহহি বলছেন।

২. মৃত্যুর সময় কপালে ঘাম বেরে হওয়া। বুরাইদা বনি হাছবি (রাঃ) হতে বরণতি তিনি বলনে: আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছে তিনি বলনে: “মুমনি কপালরে ঘাম নয়ি মৃত্যুবরণ করে।” [মুসনাদে আহমাদ (২২৫১৩), জামে তরিমযি (৯৮০), সুনানে নাসায়ি (১৮২৮) এবং আলবানি সহহি তরিমযি গ্রন্থে হাদসিটিকে সহহি বলছেন]

৩. জুমার রাততে বা দিনে মৃত্যুবরণ করা। দললি হছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে বাণী: “যে ব্যক্তি জুমার দিনে বা রাততে মৃত্যুবরণ করেনে আল্লাহ তাকে কবররে আযাব থেকে নাজাত দনে।” [মুসনাদে আহমাদ (৬৫৪৬), জামে তরিমযি (১০৭৪), আলবানি বলছেন: সনদরে সবগুলো ধারা মলিলে হাদসিটি সহহি]

৪. আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা। দললি হছে আল্লাহ তাআলার বাণী: “আর যারা আল্লাহর রাহে নহিত হয়, তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা নজিদরে পালনকর্তার নকিট জীবতি ও জীবিকাপ্রাপ্ত। আল্লাহ নজিরে অনুগ্রহ থেকে যা দান করছেন তার প্রকেষতিতে তারা আনন্দ উদযাপন করছে। আর যারা এখনও তাদের কাছতে

এসে পৌঁছনো তাদরে পছনে তাদরে জন্মযে আনন্দ প্রকাশ করে। কারণ, তাদরে কোনে ভয় ভীতিও নই এবং কোনে চিন্তা ভাবনাও নই। আল্লাহর নয়ামত ও অনুগ্রহেরে জন্মযে তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং তা এভাবে যে, আল্লাহ, ঈমানদারদেরে শ্রমফল বনিষ্ট করেনে না।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৬৯-১৭১] এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে বাণী: “যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে নহিত হয় সে শহাদি এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে মারা যায় সেও শহাদি।” [সহহি মুসলিমি, ১৯১৫]

৫. প্লগে রোগে মারা যাওয়া। দলীল হচ্ছে নবী আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে বাণী: “প্লগে রোগে মৃত্যু প্রত্যকে ঈমানদারেরে জন্ম শাহাদাত।” [সহহি বুখারী (২৮৩০) ও সহহি মুসলিমি (১৯১৬)] এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে স্ত্রী আয়শা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্লগে রোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করছি তখন তনি আমাকে জানান যে, “এটি হচ্ছে- আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব। আল্লাহ যাদেরকে শাস্তি দিতে চান তাদরে উপর এই রোগ নাযলি করেনে। আর আল্লাহ এই রোগ মুমনিদেরে জন্ম রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছেন। যে মুমনি প্লগে রোগে আক্রান্ত হয়ে নজি এলাকাতে অবস্থান করবে, ধৈর্যধারণ করবে, সওয়াবেরে প্রত্যাশা করবে এবং এই একীন রাখবে যে, আল্লাহ তার জন্ম যা লখি রেখেছেন সেটাই ঘটবে সে ব্যক্তি শহাদিরে সমান সওয়াব পাবে।” [সহহি বুখারি (৩৪৭৪)]

৬. যে কোনে পটেরে পীড়াত মৃত্যুবরণ করা। দলিল হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে বাণী: “যে ব্যক্তি পটেরে পীড়াত মৃত্যুবরণ করবে সে শহাদি।” [সহহি মুসলিমি (১৯১৫)]

৭. কোনে কিছু ধ্বসে পড়ে অথবা পানতি ডুব মৃত্যুবরণ করা। দলিল হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে বাণী: “পাঁচ ধরনের মৃত্যু শাহাদাত হিসেবে গণ্য। প্লগে রোগে মৃত্যু, পটেরে পীড়ায় মৃত্যু, পানি ডুব মৃত্যু, কোনে কিছু ধ্বসে পড়ে মৃত্যু এবং আল্লাহর রাস্তায় শহাদি হওয়া।” [সহহি বুখারি (২৮২৯) ও সহহি মুসলিমি (১৯১৫)]

৮. প্রসবউত্তর প্রসূতির মৃত্যু অথবা গর্ভবতী অবস্থায় নারীর মৃত্যু। এর দলিল হচ্ছে আবু দাউদ (৩১১১) কর্তৃক বর্ণিত হাদিস; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে নারী জুমা (বাচ্চা) নিয়ে মারা যায় তনি শহাদি।”। ইমাম খাত্তাবী বলেন: এ হাদিসেরে অর্থ হচ্ছে- যে নারী পটে বাচ্চা নিয়ে মারা যায়। [আওনুল মাবুদ] ইমাম আহমাদ উবাদা বনি সামতে (রাঃ) হতে বর্ণনা করেনে যে, তনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহাদিরে শ্রণীগুলো উল্লেখ করত গিয়ে বলছেন: “যে নারী তার গর্ভস্থতি সন্তানরে কারণে মারা যায় তনি শহাদি। সে নারীকে তার সন্তান সুরার (নাভরিজ্জু) ধরে টনে জান্নাততে নিয়ে যাবে।” [আলবানি ‘জানায়যি’ গ্রন্থে (৩৯) হাদিসটিকে সহহি আখ্যায়তি করছেন] সুররা (নাভি): নবজাতকরে জন্মেরে পর ধাত্রী নাড়ী কাটনে এবং সামান্য কিছু অংশ রেখে দনে। যে অংশটুকু রেখে দনে সেটোক সুররা বা নাভি বলে। আর যে অংশটুকু কটে ফলেনে সেটোক সুরার (নাভরিজ্জু) বলা হয়।

৯. আগুনে পুড়ে, প্লুরসি (ফুসফুসেরে আবরক ঝিল্লিরে প্রদাহজনিত রোগবশিষে) এবং যক্ষ্মা রোগে মৃত্যু। দলিল হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, “আল্লাহর রাহে নহিত হওয়া শাহাদাত, প্লগে রোগে মারা যাওয়া শাহাদাত, পানি

ডুবে মারা যাওয়া শাহাদাত, পটেরে পীড়ায় মারা যাওয়া শাহাদাত, সন্তান প্রবসরে পর মারা গলে নবজাতক তার মাকে নাভরিজ্জু ধরে টেনে জান্নাতে নিয়ে যাবে। (সংকলক বলনে, এই হাদিসেরে জনকৈ বর্ণনাকারী বায়তুল মকোদ্দাসেরে খাদমে আবুল আওয়াম হাদিসটির অংশ হিসেবে “আগুনে পুড়ে মৃত্যু ও যক্ষ্মা রোগ” এর কথাও বর্ণনা করছেন।) আলবানি বলছেন: হাদিসটি হাসান-সহিহি [সহিহিত তারগবি ওয়াত তারহবি (১৩৯৬)]

১০. নজিরে ধর্ম, সম্পদ ও জীবন রক্ষা করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করা। দলিলি হচ্ছ নবী করমি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে বাণী: “যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষা গিয়ে মারা যায় সে শহিদি। যে ব্যক্তি তার ধর্ম (ইসলাম) রক্ষা করতে গিয়ে মারা যায় সে শহিদি। যে ব্যক্তি তার জীবন রক্ষা করতে গিয়ে মারা যায় সে শহিদি।” [জামে তরিমযিহি (১৪২১)] সহিহ বুখারি (২৪৮০) ও সহিহ মুসলমি (১৪১) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণতি হয়েছে তনি বলনে: আমি নবী করমি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছি- “যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে মারা যায় সে শহিদি।”

১১. আল্লাহর রাস্তায় প্রহরীর দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যে ব্যক্তি মারা যায় সেও শহিদি। দলিলি হচ্ছ সহিহ মুসলমিরে হাদিস (১৯১৩): সালমান আলফারসে (রাঃ) হতে বর্ণতি যে, তনি বলনে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “একদিন, একরাত পাহারা দয়ো একমাস দিনে রোজা রাখা ও রাতনে নামায পড়ার চয়ে উত্তম। আর যদি পাহারারত অবস্থায় সে ব্যক্তি মারা যায় তাহলে তার জীবদ্দশায় সে যে আমলগুলো করত সেগুলোর সওয়াব তার জন্য চলমান থাকবে, তার রযিকিও চলমান থাকবে এবং কবররে ফতিনা থেকে সে মুক্ত থাকবে।”

১২. ভাল মৃত্যুর আরো একটি আলামত হলো- নকে আমলরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনরে লক্ষ্যে ঈলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলল এবং এ অবস্থায় তার মৃত্যু হলো সে জান্নাতে প্রবশে করবে। যে ব্যক্তি কোন একটি সদকা করল এবং এ অবস্থায় তার মৃত্যু হলো সেও জান্নাতে প্রবশে করবে।” [মুসনাদে আহমাদ (২২৮১৩), আলবানি জানায়যি গ্রন্থে পৃষ্ঠা-৪৩ এ হাদিসটিকে সহিহি আখ্যায়তি করছেন। দেখুন কতিবুল জানায়যি, পৃষ্ঠা- ৩৪।

এই আলামতগুলো ব্যক্তির ভাল মৃত্যুর সুসংবাদ দেয়। কিন্তু তা সত্ববেও আমরা নরিদষ্টিভাবে কোন ব্যক্তির ব্যাপারে এ নিশ্চয়তা দবি না যে, তনি জান্নাতি। শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাদরে ব্যাপারে নিশ্চয়তা প্রদান করছেন তারা ছাড়া। যমেন চার খলফির ব্যাপারে তনি নিশ্চয়তা প্রদান করছেন।

আল্লাহ আমাদরে সকলকে ভাল মৃত্যু দান করুন।